জঙ্গিপুর সংবাদের নিয়মাবলী

বিজ্ঞাপনের হার প্রতি সপ্তাহের জন্য প্রতি লাইন ।৵০ আনা, এক মাসের জন্য প্রাত লাইন প্রতি বার ।০ আনা, ১৲ এক টাকার কম মূল্যে কোন বিজ্ঞাপন প্রকাশিত হয় না। স্থায়ী বিজ্ঞাপনের দর পত্র লিখিয়া বা স্বয়ং আসিয়া করিতে হয়।

ইংরাজী বিজ্ঞাপনের চার্জ্জ বাংলার দ্বিগুণ

সডাক বার্ষিক মূল্য ২৲ টাকা

নগদ মূল্য ৴০ এক আনা।

শ্রীবিনয়কুমার পণ্ডিত, রঘুনাথগঞ্জ, মুর্শিদাবাদ

Registered
No. C. 853

জঙ্গিপুর সংবাদ

সাপ্তাহিক সংবাদ-পত্র

বহরমপুর একস্‌রে ক্লিনিক

জল গম্বুজের নিকট

পোঃ বহরমপুর ঃ মুর্শিদাবাদ

জেলার প্রথম বেসরকারী প্রচেষ্টা

★ বিশেষ যত্ন সহকারে রোগিদের একস্‌রের সাহায্যে রোগ পরীক্ষা করিয়া ব্যবস্থা করা হয়।

★ যথা সত্বর কাজ করা আমাদের বিশেষত্ব।

★ কলিকাতার মত একস্‌রে করা হয়।

★ দিবারাত্রি খোলা থাকে।

জেলাবাসীর সহানুভূতি ও সহযোগিতা প্রার্থনীয়।

৪৩শ বর্ষ } রঘুনাথগঞ্জ, মুর্শিদাবাদ—৩০শে শ্রাবন বুধবার ১৩৬৩ বঙ্গাব্দ 15th Aug. 1956 { ১৪শ সংখ্যা

নিলামের ইস্তাহার

চৌকি জঙ্গিপুর ১ম মুন্সেফী আদালত

নিলামের দিন ১০ই সেপ্টেম্বর ১৯৫৬

১৯৫৬ সালের ডিক্রীজারী

১৩৭ থাং ডিঃ চন্দনমল বয়েদ দিং দেং লক্ষ্মীনারায়ণ সিংহ দিং দাবি ২১৮৴০ থানা সুতী মৌজে মহেশাইল ২০৩ শতকের কাত ৩৮৴১০ আঃ ২০০৲ খং ২৩৩৭

১৩৮ থাং ডিঃ ঐ দেং লক্ষ্মানারায়ণ সিংহ দাবি ৩১॥৬ থানা ঐ মৌজে ভাবকী ৩-৩১॥ শতকের কাত ৭৻১৫ আঃ ৩৩০৲ খং ৬২০

১৪৬ থাং ডিঃ সুবোধচন্দ্র সরকার সহকারী কমন ম্যানেজার দেং সন্তোষরঞ্জন ধর দিং দাবি ১৩৮৻৬ থানা রঘুনাথগঞ্জ মৌজে ধলো ৪-১৪ শতকের কাত ২৪।৵০ আঃ ৪১০৲ খং ৫৯

৮ মনি ডিঃ রাধাগোবিন্দ মজুমদার দেং পরিমলচন্দ্র দাস দাবি ১৩২॥৩ থানা রঘুনাথগঞ্জ মৌজে গিরিয়া ৩০৩ শতকের কাত ১১।৶৯ তন্মধ্যে দেন্দারের ½ অংশ আঃ ৫০৲ খং ৮৩

২১ মনি ডিঃ রামনারায়ণ সিংহ দেং শচীন্দ্রনাথ অধিকারী দিং দাবি ১০৪৮৶৬ থানা সুতী মৌজে লোকাইপুর ৬-৮৯ শতকের কাত ২০৲ আঃ ৩০০৲ খং ৩০১

চৌকি জঙ্গিপুর ২য় মুন্সেফী আদালত

নিলামের দিন ১৭ই সেপ্টেম্বর ১৯৫৬

১৯৫৬ সালের ডিক্রীজারী

৯৬ থাং ডিঃ ধীরেন্দ্রনাথ রায় দেং কাজেদ সেখ দিং দাবি ৩৮॥৵০ থানা সাগরদীঘি মৌজে গাঙ্গাড্ডা ২২০ শতকের কাত ৭॥০ আঃ ২০০৲ খং ৩৬

সর্ব্বেভ্যো দেবেভ্যো নমঃ।

জঙ্গিপুর সংবাদ

৩০শে শ্রাবণ বুধবার সন ১৩৬৩ সাল।

স্বাধীনতা (সাধহীনতা / স্বাদহীনতা / স্বাধীনতা)

সাধহীনতা

—•—

১৯৪৭ অব্দের ১৫ই আগষ্ট আমাদের মাতৃভূমি ভারত ইংরাজের অধীনতা শৃঙ্খল ছিন্ন করিয়া স্বাধীনতা লাভ করিয়াছে এই বলিয়া স্বাধীনতা উৎসব সম্পন্ন হইয়া থাকে। আমরা স্বাধীনতা লাভ করিলে যে যে সাধ করিয়াছিলাম, তাহা পাইয়াছি কি? ভারতমাতার অঙ্গ খণ্ডিত করিয়া তাহার একাংশ পাকীস্থান নামে কায়েদে আজম জিন্না সাহেবের শাসনাধীনে ছাড়িয়া দিয়া বাকী অংশ ইংরাজের গবর্ণর জেনারেল লর্ড মাউন্টব্যাটেনের শাসনাধীনে রাখিয়া গান্ধী-জহর-প্যাটেল-রাজেন্দ্র-প্রসাদ ডোমিনিয়ন ষ্টেটাস নামক অধিকারকে স্বাধীনতা লাভ ঘোষণা করিয়া ভারত ডোমিনিয়নে স্বাধীনতা উৎসব সম্পন্ন করেন।

ভারত ডোমিনিয়ন সরকারের প্রধান মন্ত্রী পণ্ডিত জহরলাল নেহেরু সুপ্রসিদ্ধ লাল কেল্লায় জাতীয় ত্রিবর্ণ পতাকা উত্তোলন করেন। ১৫ই আগষ্ট দিল্লীর লাট ভবনে কংগ্রেসের পতাকা সগৌরবে উড্ডীয়মান হইল। তখনকার কংগ্রেস-সভাপতি আচার্য্য কৃপালনী বলিয়াছিলেন "আমরা দিল্লী জয় করিয়াছি।"

নেতাজীর সাধ

নেতাজী বলিয়াছিলেন,—তাঁহার আজাদ হিন্দ ফৌজের উদ্দেশে—

"……দূরে—বহুদূরে—ঐ নদী ছাড়াইয়া, ঐ জঙ্গলাকীর্ণ ভূখণ্ড ছাড়াইয়া আমাদের দেশ—ঐ দেশে আমরা জন্মলাভ করিয়াছি, ঐ দেশে আমরা আবার ফিরিয়া যাইতেছি। শোন! ভারত আমাদিগকে ডাকিতেছে, ভারতের রাজধানী দিল্লী আমাদিগকে ডাকিতেছে, আটত্রিশ কোটি আশী লক্ষ দেশবাসী আমাদিগকে আহ্বান করিতেছে—আত্মীয়েরা আত্মীয়দিগকে ডাকিতেছে। ওঠ, নষ্ট করিবার মত সময় আমাদের নাই—অস্ত্র হাতে লও। দেখ, তোমাদের সম্মুখে পথ রহিয়াছে, যে পথ আমাদের পথপ্রদর্শকগণ নির্ম্মাণ করিয়া গিয়াছেন। আমরা ঐ পথ ধরিয়া অগ্রসর হইব। শত্রুসেনার মধ্য দিয়া আমরা পথ করিয়া লইব। ভগবান যদি ইচ্ছা করেন, আমরা শহীদের ন্যায় মৃত্যু বরণ করিব। যে পথ ধরিয়া আমাদের সেনাবাহিনী দিল্লীতে পৌছিবে, শেষ শয্যা গ্রহণ করিবার সময় আমরা একবার সেই পথ চুম্বন করিয়া লইব। দিল্লীর পথ স্বাধীনতার পথ, চলো দিল্লী,…দিল্লী চলো।"

১৯৪৪ খৃষ্টাব্দের ৫ই জুলাই নেতাজী আজাদ হিন্দ ফৌজের উদ্দেশে বলেন "অস্থায়ী আজাদ হিন্দ গবর্ণমেণ্টের সামরিক মুখপাত্র হইল—এই আজাদ হিন্দ ফৌজ। অস্থায়ী গবর্ণমেণ্ট ও তাহার সেনা-দল ভারতমাতার সেবক। তাহাদের কর্ত্তব্য যুদ্ধ করিয়া ভারতবাসীকে মুক্ত করা।"

১৯৪৪ খৃষ্টাব্দের ২১শে সেপ্টেম্বর নেতাজী আজাদ হিন্দ ফৌজের সভায় বলেন :—"দিল্লীর বড়লাট ভবনের উত্তুঙ্গ শীর্ষে যেদিন আমাদের জাতীয় পতাকা সগৌরবে উড়িতে থাকিবে এবং যেদিন ভারতের মুক্তি ফৌজ প্রাচীন লাল কেল্লার অভ্যন্তরে বিজয় উৎসবে মাতিয়া উঠিবে, সেই দিনই কেবল আজাদ হিন্দ ফৌজের অভিযান শেষ হইবে। জয় হিন্দ্।"

নেতাজী ভাবিতে পারেন নাই, যে ওয়েলিংটন স্কোয়ারে তাঁহাকে নিখিল ভারত কংগ্রেসের সভা-পতির আসন মহাপাতকের জন্য ত্যাগ করার সময় যে আচার্য্য কৃপালনী কংগ্রেসের সেক্রেটারী ছিলেন, তিনি অদূর ভবিষ্যতে নিখিল ভারতের কংগ্রেস সভাপতি হইয়া ঘোষণা করিবেন "আমরা দিল্লী জয় করিয়াছি।" কারণ একটি বিদ্যালয়ের ছাত্রও জানে যে Independence can not come as a gift, it must be wrested from some unwilling hand. অর্থাৎ স্বাধীনতা দান হিসাবে আসিতে পারে না। স্বাধীনতা দিতে অনিচ্ছুক ব্যক্তির হাত মোচড়াইয়া ইহা লইতে হয়। কিন্তু আমাদের ডোমিনিয়ন ষ্টেটাস নামক স্বাধীনতা কি ভাবে আসিয়াছে, তাহা ইতিহাস ঘোষণা করিতে ছাড়িবে না।

আজ আচার্য্য কৃপালনী দিল্লীজয়ী বীরবৃন্দের চমূ হইতে বহু দূরে স্থান পছন্দ করিয়াছেন। তা না হইলে, তাঁহার পায়ে ধরিয়া বলিতাম—আপনারা যে বিক্রমে দিল্লী জয় করিয়াছেন, সেই বিক্রমে দিল্লীর তুলনায় হিমালয়ের সহিত গোময় স্তূপ তুল্য গোয়া জয় করিয়া স্বাধীন ভারতের পার্লামেণ্টের ইজ্জৎ ত্রিদিব (ত্রিদিব—স্বর্গ) উদ্ধার করিয়া দিল্লী বিজেতার 'প্রেষ্টিজ' রক্ষা করুন। আমরা মুর্শিদাবাদ নির্ব্বাচক মণ্ডলী শ্রীমান্‌কে লোকসভায় পাঠাইয়া বোম্বেটেদের পীড়ন সহ্য করাইতেছি এবং এই স্বাধীনতা উৎসবে আমাদের সাধহীনতা উপভোগ করিতেছি।

অহিংস কংগ্রেসী বীরবৃন্দের কৃপায় পরাধীনতার নাগপাশ হইতে মুক্ত হইয়াছি আজ নয় বৎসর। এই নয় বৎসরের স্বাধীন আমরা কি পাইয়াছি? একশত নব্বই বৎসর কাল ইংরাজের অধীনে আমরা একটি দাস জাতি বলিয়া ঘৃণিত জীবন যাপন করিতেছিলাম, আমরা সেই লজ্জার গ্লানি হইতে মুক্ত হইয়া, পৃথিবীর অন্যান্য স্বাধীন জাতির সম্মুখে বুক ফুলাইয়া, মাথা উঁচু করিয়া, সকলের সঙ্গে সমান মর্য্যাদা দাবি করিবার অধিকার লাভ করিয়াছি কি? ইংলণ্ডের বর্ত্তমান অধিশ্বরী রাণী এলিজাবেথের রাজ্যাভিষেকের সময় আমাদের ভারতের প্রধান মন্ত্রী আর আমাদের শরীয়তী সরিক পাকীস্তানী প্রধান মন্ত্রী কি অন্যান্য স্বাধীন দেশের প্রধান মন্ত্রীগণের সহিত সমান মর্য্যাদার আসন পাইয়া-ছিলেন কি?

স্বাদহীনতা

—•—

আমাদের পশ্চিম বাংলার অধিবাসীবর্গ দুবেলা দুটো মোটা ভাত আর লজ্জা নিবারণের জন্য মোটা কাপড় পাইলেই পরম সন্তোষ লাভ করে। এই ভাত কাপড়ের সমস্যা বিদেশী শোষকদের আমলে

যেমন ছিল, এখনও স্বদেশী শোষকদের খপ্পরে পড়িয়া তদপেক্ষা সাংঘাতিক রূপ ধারণ করিয়াছে।

চোরাকারবারীর লুট আরম্ভ হয় বিগত মহাযুদ্ধের শুরু হইতেই। কংগ্রেস নেতারা ঘোষণা করেন যে, তাঁহাদের হাতে ক্ষমতা থাকিলে, তাঁহারা চোরাকারবারীদের গুলি করিয়া হত্যা করিবেন। এঁদের মধ্যে সবচেয়ে বক্তৃতাবাগীশ এক জন মুষ্টি উত্তোলন করিয়া জোর গলায় বলেন—উনি চোরাকারবারী ও ভেজালওয়ালাদের রাস্তার ধারের লাইটের খুঁটিতে খুঁটিতে এদের ফাঁসি দিবেন। গত নয় বৎসরে তাঁহাদের হুকুমে অনেকবার গুলি চলিয়াছে, ভারতে নানা সহরে ও গ্রামাঞ্চলে নর-নারী-শিশু ইহাদের আদেশে হত হইয়াছে, কিন্তু চোরাকারবারীদের কেশ স্পর্শ ইহারা করিতে পারেন নাই। এই সব চোরার দলের করুণায় পণ্যের দর যুদ্ধের আগের তুলনায় এখন তিন গুণেরও বেশী। ১৯৪৩ এর দুর্ভিক্ষের সময়ও এক খাদ্য ছাড়া অন্যান্য জিনিষ পত্রের দর এতো বেশী ছিল না।

স্বাধীনতা লাভের সময় পশ্চিম বঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী ছিলেন কাঁইবিচি বিশারদ ডাঃ প্রফুল্ল ঘোষ আর তাঁর খাদ্যভাণ্ডারের মন্ত্রী ছিলেন মাননীয় চারুচন্দ্র ভাণ্ডারী।

স্বাধীনতা লাভের পর এই ঘোষ সরকারের আমলেই ময়দার স্বাদহীনতা ধরা পড়ে, ময়দা কলে কাঁই বিচি আর সোপষ্টোনও ধরা পড়ে। ভেজালওয়ালাদের মুরুব্বি জোরেই হউক, আর তদ্‌বির বা তগ্‌দীরের জোরেই হউক ময়দা কলের মালিকের বিরুদ্ধে মামলায় কোন ফয়দা হইল না। গুলি করিয়া মারা খদ্দরী বীর কাহারও সাড়া শব্দ পাওয়া গেল না। নূতন শাসন কর্ত্তারা কিছু করতে না পাড়ায়, লোকে পল্লী কবি স্বর্গত দাশরথি রায় মহাশয়ের মথুরার নূতন রাজা শ্রীকৃষ্ণের নিকটে বৃন্দা দূতির নূতনের দোষ বর্ণনা স্মরণ করিয়া লোকে সান্ত্বনা লাভ করে।

নূতনের দোষ

ছলে কয় বৃন্দা ধনী কৃষ্ণ তুমি নূতন ধনী,
তাইতে উচিত বলতে হয় ভয়।
নূতন ধনীর বিদ্যমান, কভু রয়না মানীর মান,
নূতন কিছুই প্রশংসিত নয়।
নূতন চালে অগ্নি নষ্ট, নূতন রাজ্যে শাসন কষ্ট,
নূতন ভার্য্যা অল্পে তুষ্ট হয় না।
নূতন বয়সে ধরেনা জপ, নূতন জলে বাড়ে কফ,
নূতন হাঁড়িতে তেল সয় না।
গুণ করে না নূতন সিদ্ধি, নূতন গুড়ে পিত্তি বৃদ্ধি,
নূতন শিশুতে কথা কয় না।
নূতন চোর পড়ে ধরা, নূতন বৈরাগী মুখ চোরা,
সদর হ'তে চেয়ে ভিক্ষা লয় না।
নূতন শোক প্রাণনাশক, নূতন বৈদ্য ভয়ানক
নূতন গৃহস্থের সব (দ্রব্য) রয় না
নূতন ধ'নে দুর্গন্ধ, নূতন জ্বরে আহার বন্ধ,
নূতন পীরিত ভাঙলে প্রাণে সয় না।
নূতন ইক্ষু হয় না মিষ্টি, নূতন মেঘে শিলা বৃষ্টি
নূতন হাটে যত যায় বিকায় না।
নূতন রাজা কৃষ্ণধন, যে পায় নূতন ধন,
অহঙ্কারে চোখে দেখতে পায় না।

নূতন স্বাধীন সরকার দু' এক বৎসর পর সব ঠিক হ'য়ে যাবে। দুর্নীতি সব থাকবে না।

স্বাধীনতা লাভের পর ঘোষ মন্ত্রীসভা নূতন থাকিতে থাকিতেই ইতি হইল। তারই মধ্যে ডাঃ ঘোষ পুলিশ লেলাইয়া দিবার পদ্ধতিও চালু করিয়াছিলেন। এই মুখ্য মন্ত্রী মহাশয়ের গত সাধারণ নির্ব্বাচনে নামকরণ হয় নাই।

তারপর মুখ্যমন্ত্রীরূপে আবির্ভূত হইলেন সুরেন্দ্র-বিজয়ী প্রবল পরাক্রান্ত সর্ব্বগুণান্বিত ডাঃ বিধান চন্দ্র রায়। খাদ্য মন্ত্রী হইলেন শ্রীপ্রফুল্লচন্দ্র সেন। ইনি স্বাদহীনতার প্রবল প্রবর্ত্তকরূপে মানুষকে অন্নের মধ্যে সর্ব্বজীবের অখাদ্য কাঁকর খাইতে বাধ্য করিয়াছিলেন। ফলে ইনি পশ্চিম বাংলায় ইঁহার খাস তালুকের মধ্যে দুইটি কেন্দ্রে প্রতিপক্ষের নিকট বিশ হাজার, বাইশ হাজার ভোটে কাৎ হইয়া পরে অবহেলে এম এল সি রূপে অবতীর্ণ হইয়া আবার খাদ্য মন্ত্রীর আসন অলঙ্কৃত করিতে হকদার হইয়াছেন। ডাঃ রায়ের রাজত্বে লোকের খাদ্য-পরিধেয় লইয়া যে খেলা চলিয়াছে, তাহা অতুলনীয়। ইংরাজ তার কলিকাতার কেরাণীখানা যে সুবৃহৎ রাইটার্স বিল্ডিঙে সমস্ত ভারতের শাসন কার্য্য চালাইয়া আসিয়াছিল, ডাঃ রায় তাঁহার অক্ষয় কীর্ত্তি রাখিবার জন্য টেলিফোন অফিসকে প্রথমে মেঘলোকে উন্নীত করিয়া কেরাণীখানাকে ১১ তলা বাড়ীতে লইয়া গিয়া তাঁহার মন্ত্রী-উপমন্ত্রী-সেক্রেটারী সমন্বিত যাত্রার দলের স্থান সঙ্কুলান করিবার ব্যবস্থা করিলেন। যে দেশের লোকের খাদ্য পরিধেয় নাই, শিক্ষার সুব্যবস্থা নাই, চিকিৎসায় যথেচ্ছাচার চলিতেছে, সেই দেশে বেতনভোগী কর্ম্মচারীদের দিবাভাগে পাঁচ ছয় ঘণ্টা কাজের জন্য কাঙাল দেশের টাকা লইয়া ছিনিমিনি খেলা চলিতেছে। ডাঃ রায় কেন্দ্র সরকারের অনুকৃতিতে সিদ্ধ হস্ত।

কেন্দ্র-সরকার পাকীস্থানের কাছে প্রাপ্য ৩০০ কোটী টাকার ভাবনা না করিয়া পাকীস্থানের প্রাপ্য ৫৫ কোটী টাকা পরিশোধ করিয়া দিয়া বদান্যতার পরাকাষ্ঠা দেখাইয়াছেন। ডাঃ রায় কেন্দ্রের এই মহদনুকরণ করিয়া ওস্তাদকেও এক হাত দেখাইয়া অপব্যয়ের আসরে প্রতিযোগিতা করিয়াছেন মাত্র। যদি মাটির নীচে রেল, সমুদ্রের গর্ভ হইতে সমস্ত মাছ ধরার ব্যবস্থা চালু করিতে পারিতেন তবে সারা বিশ্ব বিস্ময়ে অভিভূত হইত।

শ্বাধীনতা

শ্ব মানে কুকুর। লোকে বলে চাকরে কুকুরে সমান। কিন্তু প্রাচীন কবি কুকুরকে চাকরের উর্দ্ধে স্থান দিয়াছেন। নিম্নলিখিত শ্লোকটি তাহার প্রমাণ—

"সেবা শ্ববৃত্তির্যৈরুক্তং ন তৈঃ সম্যগুদাহৃতং।
স্বচ্ছন্দচারী কুত্র শ্বা বিক্রীতাস্যঃ ক্ব সেবকঃ॥

চাকরী কুকুরের বৃত্তি ইহা যাঁহারা বলেন তাঁহারা সম্যক উদাহরণ দিতে পারেন নাই। কুকুর স্বচ্ছন্দচারী অর্থাৎ যখন যেখানে ইচ্ছা যাইতে পারে, (কাহারও অনুমতি দরকার হয় না)। প্রাণ বিক্রয় করিয়াছে যে সেবক সে অনুমতি ভিন্ন কোথাও যাইতে পারে না। স্বচ্ছন্দচারী কুকুরই বা কোথা আর বিক্রীত জীবন সেবকই (চাকর) বা কোথা!

সেবকের যথেচ্ছাচারের প্রতিষেধক ঔষধ উত্তর পশ্চিম কলিকাতার লোকসভার উপনির্ব্বাচনে গণতন্ত্রে ৩৩০০০ সংখ্যায় সফল হইয়াছে।

ভাষার খেয়াল

—•—

ভারতের শাসকমণ্ডলীর মধ্যে অনেক খেয়ালী লোকেরা নিজেদের জিদ রাখিবার জন্য ভাষা লইয়া গোঁয়ারতুমি করিতেও একটু সমীহ বোধ করেন না। তাঁহাদের এক দল লোকের ঝোঁক পড়িয়াছে—১৯৬৫ সালের মধ্যে হিন্দী ভাষাকে একমাত্র সরকারী ভাষা করিতেই হইবে। ইহার কারণ কি? সারা ভারতের নানা ভাষাভাষীদের অসুবিধা জন্মানই কি এঁদের জীবনের ব্রত? চতুর্দ্দিকে অসংখ্য কাজ পড়িয়া রহিয়াছে, হিন্দীকে একমাত্র সরকারী ভাষা না করিলেই বুঝি আর চলে না। সমস্ত ভারতে এক ইংরাজী ভাষা জানিলেই কোন সরকারী কাজ আটকাইত না। যে প্রদেশে সরকারী কর্ম্মচারীকে পাঠান যাক, তিনি সমস্ত সেরেস্তার কাজ বেশ বুঝিতে পারেন, বুঝাইতে পারেন। বাঙ্গালী, আসামী, উড়িয়া, কানাড়ী, তামিল, তেলেগু, পাঞ্জাবী সকলেই সব প্রদেশে গিয়া এক ইংরাজী ভাষা দ্বারা কাজ সুচারুরূপে সম্পন্ন করিতে আজও পারেন। তৈরী প্রথা নষ্ট করিয়া এই অসুবিধা সৃষ্টি করিয়া কি সুফল হইবে তাহা সকলেরই অবোধ্য।

হিন্দী ভাষাকে মর্য্যাদা সম্পন্ন করিতে কত যুগ কাটিয়া যাইবে তাহার ইয়ত্তা নাই। ইংরাজী ও সংস্কৃত ভাষার বৈচিত্র্য এক বাংলা ভাষা ছাড়া অন্য কোনও ভাষায় নাই বলিলেই হয়। আমরা ৪ঠা মাঘ, ১৩৬২ ইংরাজী ১৮ই জানুয়ারী, ১৯৫৬ তারিখের জঙ্গিপুর সংবাদে নানা ভাবে তাহা দেখাইয়া সকল নেতৃস্থানীয় ব্যক্তির নিকট পাঠাইয়া কাহারও কোন উত্তর পাই নাই। আজ একটি বিজ্ঞাপন বৈচিত্র্য দেখাইয়া সকলকে তাঁহাদের সাধের হিন্দী ভাষায় ইহার অনুরূপ একটি রচনা করিতে সনির্ব্বন্ধ অনুরোধ করিতেছি। সংখ্যা গরিষ্ঠতার বড়াই ভাষার উপর খাটানো অর্ব্বাচীনতার পরিচয় ছাড়া আর কিছুই নহে।

বিজ্ঞাপন-বৈচিত্র্য

জবাকুসুম তৈলের গুণ অতুলনীয়

উল্লিখিত বাক্যের যে কোন অক্ষর কেহ মনে করিলে, তাঁহার মনোনীত অক্ষর নিম্নলিখিত কবিতার সাহায্যে বলিয়া দেওয়া যায়। মনে করুন কেহ (লে) মনে করিলেন। তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করুন আপনি নিম্নলিখিত পদ্যটী পড়িয়া বলুন কোন্ কোন্ ষ্ট্যাঞ্জায় আপনার অক্ষরটী আছে। তিনি পাঠ করিয়া অবশ্য বলিবেন (২) ও (৫) ষ্ট্যাঞ্জায় আছে। কারণ (লে) আর কোন ষ্ট্যাঞ্জায় নাই। আপনি ২ ও ৫ যোগ করুন, যোগফল হইল ৭। তাঁহার মনোনীত অক্ষর ঠিক ৭ম স্থানে আছে। এইরূপে সব অক্ষর বলা যায়।

(১)

আয়ুর্ব্বেদ-জলধিরে করিয়া মন্থন
সুক্ষণে তুলিল এই মহামূল্য ধন
বৈদ্যকুল-ধুরন্ধর স্বীয় প্রতিভায়;
এর সমতুল্য তেল কি আছে ধরায়?

(২)

এই তৈলে হয় সর্ব্ব শিরোরোগ নাশ,
অতুল্য ইহার গুণ হয়েছে প্রকাশ,
দীনের কুটির আর ধনীর আবাসে,
ব্যবহৃত হয় নিত্য রোগে ও বিলাসে।

(৩)

চুল উঠা টাকপড়া মাথা ঘোরা রোগে,
নিত্য নিত্য কেন লোক এই দেশে ভোগে!
সুগন্ধে ও গুণে বিমোহিত হয় প্রাণ,
সোহাগিনী প্রসাধনে এই তেল চান।

(৪)

কমনীয় কেশ গুচ্ছ এই তেল দিয়া,
কৃষ্ণবর্ণ হয় কত দেখ বিনাইয়া,
তুষিতে প্রেয়সী-চিত্ত যদি ইচ্ছা চিতে,
অনুরোধ করি মোরা এই তৈল দিতে।

(৫)

চিত্তরঞ্জন এভিনিউ চৌত্রিশ নম্বর—
বিখ্যাত ঔষধালয় লোক হিতকর
অবনীর সব রোগ হরণ কারণ,
ঔষধের ফলে তুষ্ট হয় রোগিগণ।

রচনা—শ্রীশরৎ পণ্ডিত (দা' ঠাকুর)

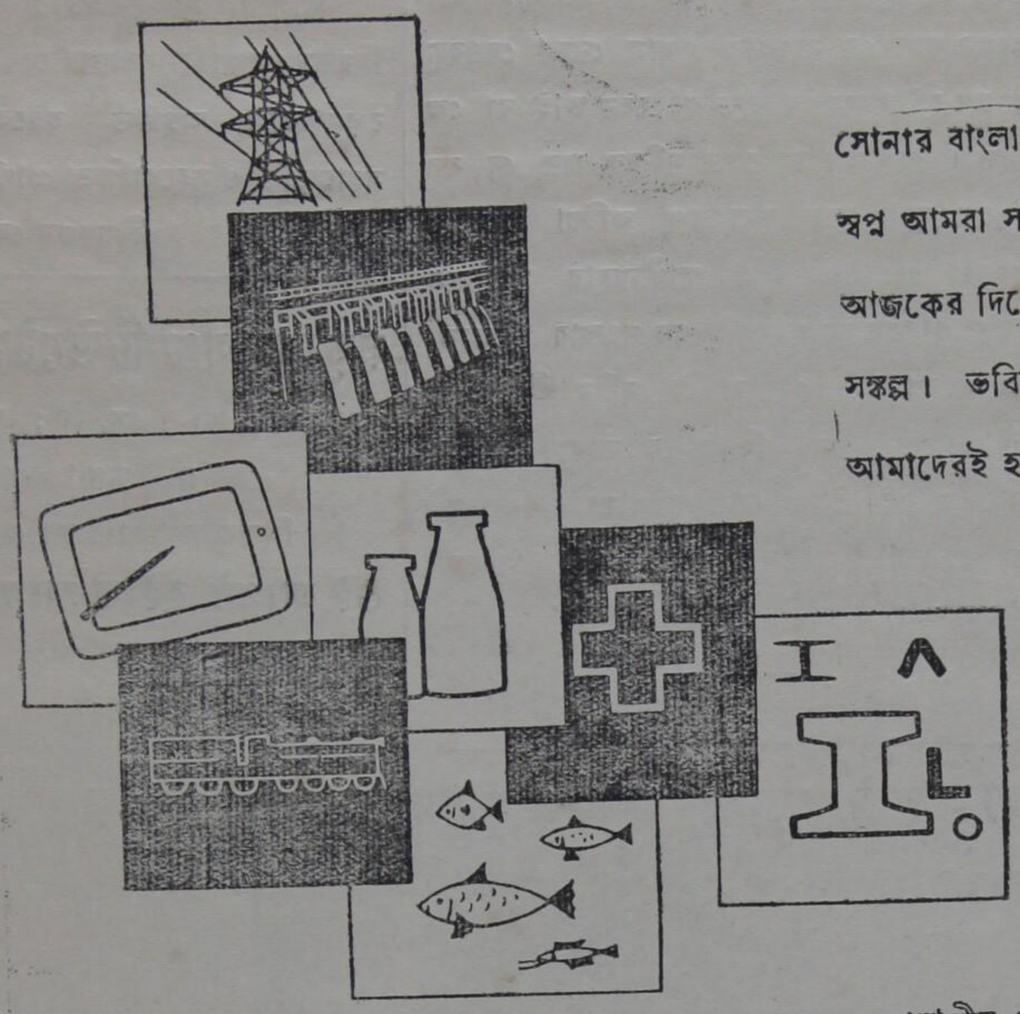

আমাদের সঙ্কল্প

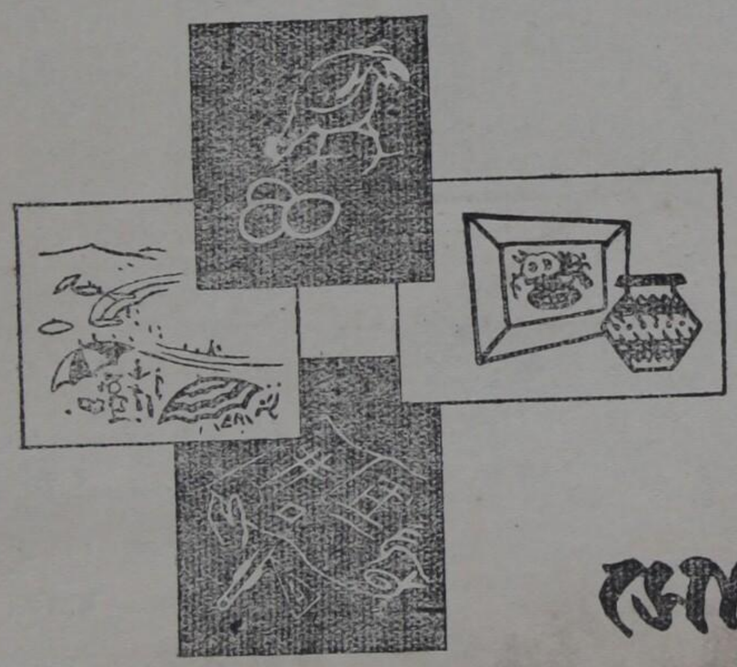

সোনার বাংলা গড়ে তোলার
স্বপ্ন আমরা সফল করে তুলব—
আজকের দিনে এই আমাদের
সঙ্কল্প। ভবিষ্যতের দায়িত্ব আজ
আমাদেরই হাতে।

দেশবাসীর প্রত্যেকের
মিলিত প্রচেষ্টা এক প্রচণ্ড
কর্মস্রোতে প্রবাহিত হয়ে জাতীয়
সম্পদ বৃদ্ধি করুক। শিল্পের দ্রুত
প্রসার ও কৃষিকার্যের উন্নত
ব্যবস্থায় বেকারসমস্যার
সমাধান হোক, আয়ের
অসমতা দূর হোক।
এই ভাবেই তো গড়ে উঠবে

সোনার বাংলা

জনসাধারণের জ্ঞাতার্থে পশ্চিমবঙ্গ সরকার কর্তৃক প্রচারিত স্বাধীনতা দিবস—১৯৫৬ সাল

WBGC-IA BEN

পনরই আগষ্ট

—•—

এই তারিখটী বাঙলার পক্ষে স্বাধীনতা পাইবার পূর্ব্ব হইতেই খুব স্মরণীয়। কারণ এই দিনে বাঙলার সুসন্তান ঋষি-কল্প শ্রীঅরবিন্দ জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। দেশের যত স্মরণীয় ঘটনা ঘটে তার এক একটীর সহিত পরবর্ত্তী ঘটনাগুলির যেন একটী শৃঙ্খল বা শৃঙ্খলা আছে।

১৫ই আগষ্ট যে ভারত স্বাধীন হবে সে কথা তো অরবিন্দের জন্ম সময়ে কেউ ভাবেনি। অগ্নি-যুগের প্রধান নেতা বলিয়া বৃটিশ সরকারের নিকট পরিচিত অরবিন্দ, আলিপুর বোমার মামলায় আসামী শ্রেণীভুক্ত অরবিন্দ আজ ঋষিত্ব প্রাপ্ত হইবেন এ কথাও কেউ ভাবেনি।

ক্ষুদিরাম ও প্রফুল্ল (দীনেশ) চাকীর মজঃফরপুর অভিযানের বোমা বিভ্রাটের পর কলিকাতায় ব্যাপক ধরপাকড় ও খানাতল্লাসী আরম্ভ হইল। কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট ও গ্রে ষ্ট্রীটের সঙ্গমস্থলে অবস্থিত বাসভবন হইতে গ্রেপ্তার হইলেন স্বনামধন্য নেতা শ্রীঅরবিন্দ ঘোষ। তাঁর সঙ্গে ধরা পড়িলেন অবিনাশ ভট্টাচার্য্য ও শৈলেন্দ্র বসু। মুরারিপুকুর বাগান ঘেরাও ক'রে পুলিশ ধরলো—শ্রীঅরবিন্দের কনিষ্ঠ সহোদর শ্রীবারীন্দ্রকুমার ঘোষকে। তাঁর সঙ্গে ধরা পড়িলেন শ্রীউপেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, বিভূতিভূষণ সরকার, ইন্দুভূষণ রায়, উল্লাসকর দত্ত, নলিনীকান্ত গুপ্ত, পরেশ মৌলিক, বিজয় নাগ, শচীন সেন, শিশির ঘোষ, নরেন বক্সী, কুঞ্জলাল সাহা, পূর্ণ সেন, হেমেন্দ্র ঘোষ এই ১৪ জন। কানাইলাল দত্ত ও নির্ম্মলচন্দ্র রায় ১৫নং গোপীমোহন দত্তের লেনের বাড়ী হইতে ধরা পড়িলেন। ১৩৪নং হ্যারিসন রোড হইতে পুলিশ ধরিল নগেন্দ্রনাথ গুপ্ত, ধরণী গুপ্ত ও অশোক নন্দীকে। হেমচন্দ্র কাননগো ধরা পড়িলেন ৩৮।৪ রাজা নবকৃষ্ণ ষ্ট্রীটের বাড়ী হইতে। মেদিনীপুর হইতে গ্রেপ্তার করিয়া আনা হইল সত্যেন্দ্র বসুকে। গোঁসাই বাড়ীর নরেন গোঁসাই, হৃষিকেশ কাঞ্জিলাল শ্রীরামপুরে ধরা পড়িলেন। খুলনায় সুধীর সরকার, যশোরে বীরেন্দ্র ঘোষ, মালদহে কৃষ্ণজীবন সান্যাল, শ্রীহট্টে তিন ভাই হেম সেন, যীরেন সেন ও সুশীল সেন ধরা পড়িলেন।

বিচারকালে ব্যারিষ্টার চিত্তরঞ্জন দাশ মহাশয় আলিপুর বোম কেসের আসামী পক্ষে কাজ করিয়া অরবিন্দ ঘোষকে বে-কসুর খালাস করিলেন। এই চিত্তরঞ্জন দাশ যে বাংলার প্রধান নেতা দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন হইয়া অমরত্ব লাভ করিবেন তাই বা কে জানিত। কাজেই ভারতের মুক্তির জন্য যে সব মহাপুরুষ যুগে যুগে জন্মগ্রহণ করিয়া ত্যাগের পরাকাষ্ঠা দেখাইয়া এই স্বাধীনতার আগমনে সহায়তা করিয়াছেন সকলেই যেন পরস্পর অচ্ছেদ্য-ভাবে সংবদ্ধ। ১৫ই আগষ্ট যেদিন শ্রীঅরবিন্দ ভূমিষ্ঠ হইলেন, সেই দিনই যে ভারতের শৃঙ্খল মোচন হইবে ইহা যেন বিধাতার নির্দ্দেশ। নাস্তিকরা ইহাকে কাকতালীয় ঘটনা বলিয়া আত্মমত সমর্থন করিতে পারেন। "বন্দেমাতরম্"

———

পশ্চিমবঙ্গ নিম্নতম সরকারী

কর্ম্মচারী সম্মেলন

আগামী ৯ই সেপ্টেম্বর রবিবার পশ্চিম-বঙ্গ নিম্নতম সরকারী কর্ম্মচারীদের আঞ্চলিক সম্মেলন রঘুনাথগঞ্জে অনুষ্ঠিত হইবে। সর্ব্বসাধারণের সহানুভূতি ও সহযোগিতা প্রার্থনা করি।

শ্রীসুরঞ্জন দে, সম্মেলন সম্পাদক।

রঘুনাথগঞ্জ টিউটোরিয়াল হোম

আই, এ ; আই, এস্, সি ; আই, কম ; বি, এ।

কৃতী অধ্যাপকমণ্ডলী।

শিক্ষক পরীক্ষার্থীদের জন্য কনসেসন।

৬ই আগষ্ট হইতে ক্লাস সুরু হইয়াছে।

সময়—সকাল সন্ধ্যা ৬৷৷০টা হইতে ৮৷৷০ টা।

সম্পাদক—শ্রীকমলারঞ্জন সরকার, রঘুনাথগঞ্জ।

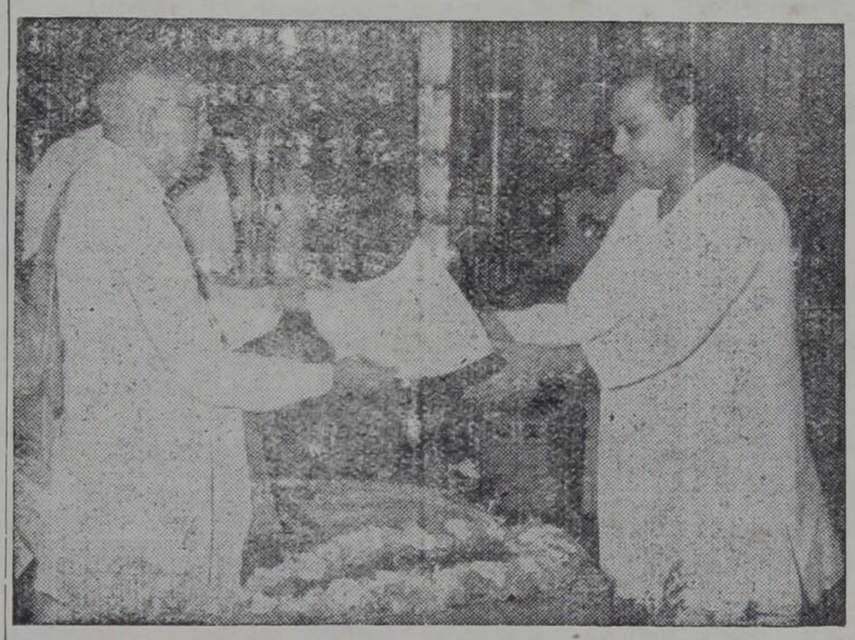

পশ্চিমবঙ্গের গবর্ণর ডাঃ মুখার্জি বেঙ্গল মোশন পিকচার একাডেমি কর্তৃক প্রদত্ত সার্টিফিকেট *এরাও মানুষ* নাটকের লেখক ও অভিনেতা শ্রীসত্য বন্দ্যোপাধ্যায়কে মিনার্ভা থিয়েটারে প্রদান করিতেছেন।

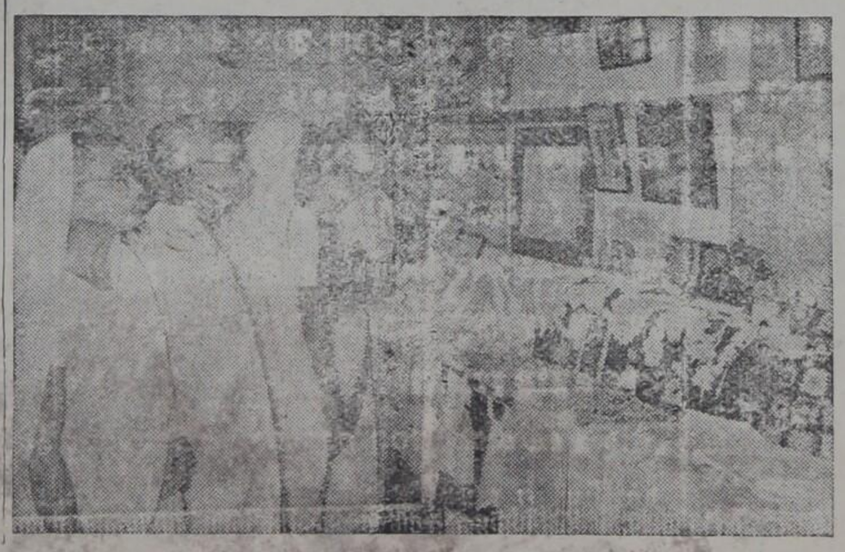

জলপাইগুড়ি প্রদর্শনীর কুটির-শিল্প বিভাগ মহিলাগণ মনোযোগ সহ পরিদর্শন করিতেছেন।

জাপানে জঙ্গিপুরের ছেলে

প্রায় ৭০ বৎসর পূর্ব্বেকার জঙ্গিপুর অতুল হাই স্কুলের প্রতিভাবান ছাত্র ধুসরীপাড়া নিবাসী স্বর্গত মুকুন্দসুন্দর সরকার মহাশয় জঙ্গিপুর আদালতে ওকালতি করিতেন। রঘুনাথগঞ্জ সরাইখানার দক্ষিণে তাঁহার পুত্রেরা বাস করেন। ৺মুকুন্দ বাবুর চতুর্থ পুত্র শ্রীমান্ বিভুতোষ সরকার, এম-এস-সি বর্ত্তমানে আমেদাবাদের ক্যালিকো মিলের বয়ন বিভাগে অন্যতম উচ্চ পদে অধিষ্ঠিত। সম্প্রতি উক্ত মিলের কর্ত্তৃপক্ষ শ্রীমান্ বিভুতোষকে জাপানে গিয়া বয়ন শিল্পের নূতন নূতন প্রক্রিয়াদি দেখিবার জন্য বিমান যোগে জাপানে প্রেরণ করিয়াছেন। শ্রীমান্ ওসাকা পৌছিয়া তাঁহার অগ্রজ শ্রীঅতুলকৃষ্ণ সরকারকে (জঙ্গিপুর উচ্চ বিদ্যালয়ের শিক্ষক) পত্র দিয়াছেন। ওসাকায় তাঁহাকে তথাকার মিল বিশেষজ্ঞগণ সাদরে অভ্যর্থনা করিয়া অপরাহ্ণ ভোজনে আপ্যায়িত করেন। জাপানের অভিজ্ঞতা লাভ করিয়া তাঁহার আমেরিকা যাইবার সম্ভাবনা আছে। আমরা তাঁহার উদ্যমে সাফল্য কামনা করি।

শ্রাবণ

॥ শ্রীসু-মো-দে ॥

শাওণ ধারা ঝরছে অবিরল,
পরম সুখে ভিজছে হাঁসের দল।
গন্ধ ছড়ায় চম্পা কেয়া বেলা,
বকুল শাখে ঐ যে শিখীর মেলা।
সবুজিমায় মাঠ ভরেছে সারা,
খাটছে ক্ষেতে ফসল তুলে যারা।
দীঘির জলে পদ্ম শালুক দু'টি,
বাদল ধারায় হর্ষে লুটোপুটি।
মাছরাঙা বক তারা পরস্পরে—
জল থেকে সব আহ্লাদে মাছ ধরে।
মুষলধারায় পড়ছে নুয়ে কেয়া,
বিজ্‌লী জেলে ডাকছে ঘন দেয়া।
শাওণ ধারায় আকুল করে মন,
জানাই তোমায় পুণ্য আবাহন।

স্বাধীনতা দিবস

(১৫ই আগষ্ট)

শ্রীসু-মো-দে

॥ ১ ॥

আজিকার শুভ স্বাধীনতা দিনে পড়িছে স্মৃতিটি মনে,
প্রাণ দিল যারা ভারতে জাতীয় মুক্তি আন্দোলনে।
ভারতের পথ হতে দুশো সাল,
মুক্তিকামীর খুনে হল লাল,
মুক্তিপাগল সম মহাকাল দুর্দ্দম দুর্ব্বার,
জীবনমূল্যে মুক্তি আনিল ভারতের জনতার ॥

॥ ২ ॥

স্বাধীনতা পথ বৃটিশ বুলেটে করেছিল পিচ্ছল—
মৃত্যু জেনেও ধেয়েছিল সব মুক্তি পূজারী দল।
লাল সড়কের ধরিয়া সে পথ
এলো স্বাধীনতা এ বিজয় রথ,
এখন ভুলেছি দেশসেবীদের সে ত্যাগের অবদান,
যাদের জীবন বিনিময়ে হল অধীনতা অবসান ॥

॥ ৩ ॥

একদা যেদিন ছিল পরাধীন বন্দী ভারত দেশ,
দেশমুক্তির পরিপন্থীর মিলিত না শিখা-কেশ!
রাতারাতি হল দেশাত্মবাদী
মণ্ডিত করি অঙ্গেতে খাদি,
ভাঁড়েরা হইল স্বদেশ দরদী মায়ের চাইতে মাসি,
বৃটিশ শাসন কায়েম রাখিতে যারা পরায়েছে ফাঁসি !!

॥ ৪ ॥

খুব সতর্ক থাকি যেন মোরা দুর্জ্জনজন থেকে
হই হুঁসিয়ার কাশ্মীরে সেখ আবদুল্লারে দেখে।
আবদুল্লার মত কত শঠ
ছদ্মবেশেতে পাকাতেছে জট্—
সেই সব শঠে প্রকাশ করিয়া হও সবে সাবধান,
ভারত স্বার্থ রক্ষায় সবে হও ত্বরা আগুয়ান ॥

॥ ৫ ॥

আগষ্টের এ পনর দিবসে পুণ্য স্মরণ ক্ষণে,
দীনের প্রণতি জানাই অমর স্বদেশসেবকগণে।
গণতান্ত্রিক প্রতি অক্ষর
প্রতি অন্তরে হোক ভাস্বর,
জনকল্যাণ হউক কাম্য লক্ষ্য সে রামরাজ,
উড্ডীন থাক বিজয় কেতন প্রার্থনা শুধু আজ।

নিলামের ইস্তাহার

চৌকি জঙ্গিপুর ২য় মুন্সেফী আদালত

নিলামের দিন ১৭ই সেপ্টেম্বর ১৯৫৬

১৯৫৬ সালের ডিক্রীজারী

১৩২ খাং ডিঃ সেবাইতগণ পক্ষে সুবোধচন্দ্র সরকার সহকারী কমন ম্যানেজার দেং আরিয়ত সেখ দিং দাবি ৩০৸৵১০ থানা সাগরদীঘি মৌজে গাঙ্গাড্ডা ১৭৪ শতকের কাত ১০।৵৫ আঃ ১৭৫৲ খং ৬৯

৭০ খাং ডিঃ কামেশ্বরনাথ লালা দেং মলিনচন্দ্র দাস দিং দাবি ২৭৷৵৯ পাই থানা সাগরদীঘি মৌজে মোরগ্রাম ২৯ শতকের কাত ১।৩ পাই আঃ ২৫৲ খং ৪৫৪

৭১ খাং ডিঃ ঐ দেং ঐ দাবি ৭০।৵০ মৌজাদি ঐ ১-৫৮ শতকের কাত ৮৸১৫ আঃ ৫০৲ খং ৪৫১

১০১ খাং ডিঃ আইজাননেসা বিবি দেং মফিজুদ্দিন সেখ দাবি ২১৷৵০ থানা সাগরদীঘি মৌজে গাঙ্গাড্ডা ১৪২ শতকের কাত ২৲ আঃ ২৫৲ খং ৮৮

১০৪ খাং ডিঃ ঐ দেং রসরাজ রায় দিং দাবি ১৪।০ মৌজাদি ঐ ৫৬ শতকের কাত ১৵০ আঃ ৬০৲ খং ১৮৮

১০৫ খাং ডিঃ ঐ দেং ঐ দাবি ১৯।৩ পাই মৌজাদি ঐ ৯৯ শতকের কাত ২৮৵০ আঃ ১০০৲ খং ১৯০

১২৭ খাং ডিঃ ঐ দেং সাইফদ্দিন মণ্ডল দিং দাবি ১২৮৵০ মৌজাদি ঐ ১৩ শতকের কাত ৵০ আঃ ১৫৲ খং ৩৪২

১২৮ খাং ডিঃ ঐ দেং সিদ্ধিক সেখ দিং দাবি ৬৫৶৯ মৌজাদি ঐ ১-৯৪ শতকের কাত ৯৸৬ আঃ ১৭৫৲ খং ১৬৫ রায়ত স্থিতিবান স্বত্ব

১৩০ খাং ডিঃ ঐ দেং কাশেমালী সেখ দিং দাবি ২৭।০ মৌজাদি ঐ ৫৯ শতকের কাত ২৮।০ আঃ ৬০৲ খং ১০৯ ঐ স্বত্ব

১২৯ খাং ডিঃ ঐ দেং প্রভাতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় দাবি ৪৭৷৵০ থানা ঐ মৌজে দক্ষিণগ্রাম ১-২০ শতকের কাত ৬৷৵০ আঃ ১০০৲ খং ৩

সি. কে. সেনের আর একটি

অনবদ্য সৃষ্টি

পুষ্পগন্ধে সুরভিত

ক্যাস্টর অয়েল

বিকশিত কুসুমের স্নিগ্ধ
গন্ধসারে সুবাসিত এই
পরিস্রুত ক্যাস্টর
অয়েল কেশের
সৌন্দর্য্য বর্ধনে
অনুপম।

সি. কে. সেন অ্যাণ্ড কোং লিঃ

জবাকুসুম হাউস, কলিকাতা ১২

দি আর্ট ইউনিয়ন প্রিণ্টিং ওয়ার্কস

৫৫।৭, গ্রে ষ্ট্রীট, পোঃ বিডন ষ্ট্রীট, কলিকাতা—৬

টেলিগ্রাম : "আর্ট ইউনিয়ন" টেলিফোন : বড়বাজার ৪১৪

প্রাথমিক, মধ্য ও উচ্চ বিদ্যালয়ের
যাবতীয় ফরম, রেজিষ্টার, গ্লোব, ম্যাপ, ব্লাকবোর্ড এবং
বিজ্ঞান সংক্রান্ত যন্ত্রপাতি ইত্যাদি
ও
ইউনিয়ন বোর্ড, বেঞ্চ, কোর্ট, দাতব্য চিকিৎসালয়,
কো-অপারেটিভ ক্রেডিট সোসাইটী, ব্যাঙ্কের
যাবতীয় ফরম ও রেজিষ্টার ইত্যাদি
সর্ব্বদা সুলভ মূল্যে পাওয়া যায়

রবার ষ্ট্যাম্প অর্ডারমত যথাসময়ে প্রস্তুত ও ডেলিভারী হয়

আমেরিকায় আবিষ্কৃত

ইলেকট্রিক সলিউসন

— দ্বারা —

মরা মানুষ বাঁচাইবার উপায়ঃ—

আবিষ্কৃত হয় নাই সত্য কিন্তু যাঁহারা জটিল রোগে ভুগিয়া জ্যান্তে মরা হইয়া রহিয়াছেন, স্নায়বিক দৌর্ব্বল্য, যৌবনশক্তিহীনতা, স্বপ্নবিকার, প্রদর, অজীর্ণ, অম্ল, বহুমূত্র ও অন্যান্য প্রস্রাবদোষ, বাত, হিষ্টিরিয়া, সূতিকা, ধাতুপুষ্টি প্রভৃতিতে অব্যর্থ পরীক্ষা করুন! আমেরিকার সুবিখ্যাত ডাক্তার পেটাল সাহেবের আবিষ্কৃত তড়িৎশক্তিবলে প্রস্তুত ইলেকট্রিক সলিউসন' ঔষধের আশ্চর্য্য ফল দেখিয়া মন্ত্রমুগ্ধ হইবেন। প্রতি বৎসর অসংখ্য মুমূর্ষু রোগী নবজীবন লাভ করিতেছে। প্রতি শিশি ১৷৷০ টাকা ও মাশুলাদি ১৶০ এক টাকা তিন আনা।

সোল এজেণ্ট :—ডাঃ ডি, ডি, হাজরা

ফতেপুর, পোঃ—গার্ডেনরিচ, কলিকাতা—২৪

অরবিন্দ এণ্ড কোং

মহাবীরতলা পোঃ জঙ্গিপুর (মুর্শিদাবাদ

ঘড়ি, টর্চ, ফাউণ্টেন পেন, চশমা, সেলাই মেসিনের পার্টস্
এখানে নূতন কিনিতে পাইবেন।

এখানে সকল প্রকার সেলাই মেসিন, ফটো ক্যামেরা, ঘড়ি, টর্চ, টাইপ রাইটার, গ্রামোফোন ও যাবতীয় মেসিনারী সুলভে সুন্দররূপে মেরামত করা হয়। পরীক্ষা প্রার্থনীয়।

রঘুনাথগঞ্জ পণ্ডিত-প্রেসে—শ্রীবিনয়কুমার পণ্ডিত কর্ত্তৃক
সম্পাদিত, মুদ্রিত ও প্রকাশিত